দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 26 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইবি ॥ ছাত্র সংগঠনগুলোর কারণেই সৃষ্টি হয়েছে চার বছরের সেশনজট

অখিল পোদ্দার, ইবি থেকে ॥ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো গত দশ বছরে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক কোন ভূমিকা রাখেনি। প্রভাব বিস্তারকারী অধিকাংশ সংগঠনই চাঁদাবাজি, ক্যাম্পাস দখল ও অস্ত্রবাজির সাথে জড়িত থাকায় ৩ হাজার ৬শ' ৫০ দিনের ৬ শ' ৩ দিনই ছিল অনির্ধারিত বন্ধ। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে চার বছরের সেশনজট। ছাত্রদের আধিপত্য বিস্তার ও দখলদারিত্বের রাজনীতির সাথে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বড় অংশ জড়িত থাকায় তাঁরা ঠিকমতো ক্লাস নেন না। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রসংঘর্ষে ৬ জন নিহত এবং ১১৪৭ জন আহত ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়েছে সাড়ে ৩ কোটি টাকা। ছাত্রদের তাণ্ডব ও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত কমিটি হয়েছে ১২৯টি। এর মধ্যে অধিকাংশ কমিটিই কোন রিপোর্ট প্রদান করেনি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ৫ জন উপাচার্য তাঁদের পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন না করেই ছাত্র আন্দোলনের মুখে ক্যাম্পাস ছেড়েছেন। সব মিলিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসলস্বরূপ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয় ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে। ১৯৯২ সালের ১ নবেম্বর বর্তমান ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরুর পর তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ জোর করে চাপিয়ে দেয়া ব্যাকগ্রাউন্ড (আরবি) বাতিলের দাবিতে ছাত্রঐক্যের ব্যানারে আন্দোলন করে। এ আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের প্রায় ২৮ নেতাকর্মী মারাত্মক আহত হয়। অতঃপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কালাকানুন বাতিল হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীরা স্বস্তি ফিরে পায়। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে সমঝোতা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবার মান উন্নয়ন না করে কর্তৃপক্ষ বেতন বৃদ্ধি করলে ছাত্র ইউনিয়ন কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করে জনমত গড়ে তোলে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বিটেনে ছাত্র বেতন ও আনুষঙ্গিক ফী বৃদ্ধির প্রতিবাদ সংক্রান্ত একটি লিফলেট ও সরকারী ইউনিভার্সিটিতে বাজেটের ৬ ভাগ বরাদ্দের দাবি নিয়ে নিকারাগুয়ায় শিক্ষা বাজেটের প্রতিবাদে যে ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছিল এ সংক্রান্ত প্রচারপত্র বিলি করে ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনমুখী করে তোলে। পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রমৈত্রী ক্যাম্পাসসহ আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্কুল ধর্মঘট পালন করে। অন্যান্য বড় দলের মতো বাম ছাত্র সংগঠনেরও কতিপয় নেতাকর্মী চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।